এই সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে এইপ্রকার বিচার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের দুইটি প্রকার দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রসঙ্গ ১১।১৩।৩৬ শ্লোকে—

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যাগমৎ স্বরূপম্।

যাহারা জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ করেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ যে দেহের দ্বারা স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ আসন হইতে উত্থিত অথবা সেই আসনেই অবস্থিত অথবা সেই আসন হইতে অন্যত্রগত কিংবা পুনরায় নেই আসনেই অবস্থিত, এই সমুদয় কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন না। ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের লক্ষণ দেখান হইয়াছে। অনন্তর ভক্তিমার্গে সিদ্ধ মহাপুরুষও তিনপ্রকার। তন্মধ্যে (১) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ, (২) নির্দ্ধূতকষায়, (৩) মূর্চ্ছিতকষায়। তন্মধ্যে যে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়িক পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকটে থাকিবার যোগ্য সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভাগবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যাহার দেহটি পাঞ্চভৌতিক আছে বটে কিন্তু প্রাবঞ্চিক কোন বাসনা বা সংস্কার হৃদয়ে নাই, তিনি নির্দ্ধূতকষায়। তিনি উত্তম ভাগবতের মধ্যে মধ্যম। আর যে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের অন্তরে সূক্ষ্মরূপে সাত্বিক কষায় (বাসনা ও সংস্কার) আছে, তাহারাও ভক্তি-যোগপ্রভাবে মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; অবসরক্রমে নিজোপাস্য শ্রীভগবান কোন প্রকারে সেইটি ভোগ করাইয়া নিজ চরণের পাশে টানিয়া লইবেন—তিনি উত্তমভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ। তন্মধ্যে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত—শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ। নির্দ্ধূতকষায় উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত—শ্রীশুকদেব প্রভৃতি। মূর্চ্ছিতকষায় উত্তম ভাগবতের দৃষ্টান্ত—দাসীপুত্র জন্মে শ্রীনারদ প্রভৃতি। তন্মধ্যেও—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ১।৬ অধ্যায়ে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে বলিয়াছিলেন—যাহা শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রদত্ত, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ পার্ষদদেহে আমাকে যখন প্রবেশ করাইলেন, তখন প্রারব্ধকর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে দেহের হইয়াছিল, সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ঢলিয়া পড়িয়াছিল। প্রমাণে প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদদেহ উত্তমভাগবতের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। ১২।১২।৬৮ শ্লোকে